সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া
Process of Socialization

ইউনিট ৭

ব্যক্তির সামাজিকীকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি মানব শিশু যথার্থ সামাজিক জীবে পরিণত হয়। যথাযথ সামাজিকীকরণ না হলে শিশু মানসিক বিকাশে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। সে ক্ষেত্রে অনেক অসামাজিক আচরণ করতে পারে। এ প্রক্রিয়া মানব শিশুর জন্মের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চলতে থাকে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু সমাজ ও সংস্কৃতির নানা বিষয়াদি, যেমন: সামাজিক রীতিনীতি, সামাজিক প্রতিবেশ, সামাজিক শৃংখলা, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয় শেখার মাধ্যমে পরিপূর্ণ সামাজিক জীবে রূপান্তরিত হয়। ব্যক্তির সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের অনিয়ম ঘটতে তা সমাজের উপর প্রভাব পড়ে। তখন অসংলগ্ন আচরণ করার জন্য আমরা ঐ ব্যক্তিতে 'অসামাজিক' বলে আখ্যায়িত করি। ব্যক্তির এ শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রথমে তার মা-বাবা, পরিবারের সদস্যরা, প্রতিবেশি, আত্মীয়-স্বজন এবং পরবর্তীতে তার শিক্ষক, সহযোগী, চেনা অচেনা অনেকেই খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৭.১: সামাজিকীকরণের ধারণা ও প্রক্রিয়া
পাঠ- ৭.২: সামাজিকীকরণের বাহনসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব
পাঠ- ৭.৩: সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন এবং তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব

পাঠ-৭.১ সামাজিকীকরণের ধারণা ও প্রক্রিয়া
Concept and Process of Socialization

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিকীকরণের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিকীকরণ, প্রক্রিয়া ইত্যাদি ।

মৌলিক ধারণা

মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর তাকে সামাজিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে টিকে থাকার প্রয়োজনে অনেক কিছু শিখতে হয়। এ শিক্ষণ প্রক্রিয়া জন্মের পর থেকে শুরু হয় এবং তার জীবনব্যাপি চলতে থাকে। শিশুর এ শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রথমে তার মা-বাবা, পরিবারের সদস্যরা, প্রতিবেশি, আত্মীয়-স্বজন এবং পরবর্তীতে তার শিক্ষক, সহযোগী, চেনা অচেনা অনেকেই খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ শিক্ষণ প্রক্রিয়া মানব শিশুকে ভাষা, আচার আচরণ, প্রথা পদ্ধতি, মূল্যবোধ, আদব-কায়দা ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করানোর মাধ্যমে তাকে সামাজিক মানুষ হয়ে উঠতে সহায়তা করে। জীবনব্যাপি চলতে থাকা এই শিক্ষণ প্রক্রিয়াকেই সামাজিকীকরণ বলে। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি মূলত সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত হয়।

সামাজিকীকরণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী বোগারডাস (Bogardus) বলেছেন, "সামাজিকীকরণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ব্যক্তি জনকল্যাণের নিমিত্তে একত্রে নির্ভরযোগ্য আচরণ করতে শেখে। এটি করতে গিয়ে সামাজিক আত্মনিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ব ও সুসামঞ্জস্য ব্যক্তিত্বের অভিজ্ঞতা লাভ করে।"

Kingsley Davis তাঁর *Human society* গ্রন্থে বলেছেন, "যে প্রণালীতে মানব শিশু পূর্ণাঙ্গ সামাজিক মানুষে পরিণত হয় তাই সামাজিকীকরণ।"

Ogburn and Nimkoff বলেছেন, "যে পদ্ধতিতে ব্যক্তি নিজ নিজ মানবগোষ্ঠীর ব্যবহারিক মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়, তাই সামাজিকীকরণ।" তাঁদের মতে, সামাজিকীকরণ ব্যতীত সমাজে জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে একটা মেয়ে শিশু তার মা দাদিমা কিংবা বোনকে অনুকরণ করে এবং কীভাবে কন্যা, বোন, স্ত্রী কিংবা মা হয়ে উঠবে সেটা ধীরে ধীরে রপ্ত করে। তার চারিপাশের ঘনিষ্ঠ জনও সেভাবেই তাকে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। যেমন: তার জন্মদিনে তাকে পুতুল কিংবা রান্নার খেলনা হাড়ি-পাতিল ইত্যাদি উপহার দেয়। পক্ষান্তরে, ছেলে শিশু অনুকরণ করে তার বাবাকে, ভাইকে কিংবা পরিবারের কোনো পুরুষ সদস্যকে এবং সে পুত্র, ভাই, বন্ধু, স্বামী কিংবা বাবা হয়ে উঠার প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে রপ্ত করে। সে খেলনা হিসেবে পায় ফুটবল, রেসের গাড়ি-ঘোড়া, রোবোট মানব কিংবা পেশীবহুল পুরুষের প্রতিবিম্ব যা সমাজে তার ভূমিকা নির্ধারণ করতে উৎসাহিত করে ।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

মানুষের জীবন প্রক্রিয়া একই সাথে শারীরিক ও সামাজিক এবং প্রাকৃতিকভাবে গড়ে উঠে। শিশুরা যে পরিবেশ বেড়ে উঠে সেই পরিবেশের সংস্কৃতি ও মানুষের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার ও সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে আমৃত্যু জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে কোনো না কোনো কিছু শিখছে। সামাজিকীকরণ একটি প্রক্রিয়া যা প্রতিটি পর্যায়ে চলতে থাকে। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি বড়দের সালাম দেওয়া, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক আসলে দাঁড়ানো এগুলো আমরা জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে শিখেছি আর তার প্রকাশ ঘটাচ্ছি। আনন্দ ও দুঃখের বহি:প্রকাশ প্রত্যেক সমাজ একই হলেও এক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের ভূমিকা রয়েছে।

শৈশবকাল

শৈশবকাল জীবনের আলাদা ও পৃথক একটি অংশ। শিশুরা নবজাতক থেকে আলাদা, শৈশবকাল উঠতি বয়স (কৈশোর) ও শিশুদের মাঝে অবস্থিত। ফরাসি ইতিহাসবিদ ফিলিপ্পো আরাইস (Philippe Aries) 1965 মত প্রকাশ করেন যে শৈশব কাল জীবনের পৃথক ও উন্নতির একটা পর্যায়। শিশুরা আলাদা কিছু ব্যবহার ও কাজ করে থাকে। শিশুরা বড়দের সাথে একই ধরনের কাজে যোগদান করে। যদিও সেটা শৈশবকালীন ভূমিকা (Role take) করাকে বোঝায় এই পৃথক কিছু কাজ বা ব্যবহার শিশুদের সবার থেকে আলাদা করে ।

কৈশোর কাল

কিশোর বা কৈশোরকাল ধারণাটি আমাদের কাছে একজন ব্যক্তি নিজেস্ব যৌন বিষয়ে সক্ষম হয় একই সাথে জন্মদান এর ক্ষেত্রে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এ সময় কিশোররা একটা বড় পরিবর্তন (যেমন-শারীরিক ও মানসিক) এর ভেতর দিয়ে যায়। এ সময়ে অর্থাৎ কিশোররা প্রাপ্তবয়স্কদের বিভিন্ন বিষয়গুলোকে অনুকরণ করে কিন্তু তাদের আচরণে থাকে শিশুদের ছাপ আর তারা শিশুদের প্রচলিত আইনের আওতায় পরিগণিত হয় তারা বড়দের মতো কাজে যেতে ইচ্ছা পোষণ করে কিন্তু তারা অবস্থান করে বিদ্যালয়ে।

উঠতি প্রাপ্ত বয়স্ক

উঠতি প্রাপ্তবয়স্ক পর্যায় হলো আলাদা একটি পর্যায়। এসময়ে ব্যক্তিগত ও শারীরিক (যৌনতা) বিষয়ে উন্নতি হয়ে থাকে। বিভিন্ন দল ও মানুষের উপর পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে মানুষ তার উঠতি বিশ বছরের প্রথমে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ানো এবং সেই সাথে, শারীরিক ও যৌনতা বিষয়ক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বিষয় এ জ্ঞান অন্বেষণ ও প্রকাশ করায় ইচ্ছুক থাকে।

প্রাপ্ত বয়স্ক

প্রাপ্তবয়স্ক পর্যায়ে ব্যক্তি ভবিষৎ কিছু বিষয়ের জন্য নিজস্ব কিছু বিষয়ে পরিবর্তন এনে থাকে ভবিষ্যতকে নতুন ও সুন্দর মাত্রা দেওয়ার জন্য। মানুষ সাধারণত মোবাইল প্রযুক্তির বদৌলতে পিতামাতা ও অন্যান্যদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করছে। আর কাজের বিষয়ে তারা পূর্বের প্রজন্মের মতোই অনুকরণ করছে। যেমন: বিবাহ, পারিবারিক জীবন এবং কিছু সামাজিক বিষয়ে সমস্যার সমাধান। শারীরিক ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রে বর্তমানে ব্যক্তির নিজস্ব অগ্রাধিকার বেশি। এটা অবশ্যই ব্যক্তির স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত।

বার্ধক্য

প্রত্যেক সমাজে বয়স্ক মানুষেরা বেশি সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হিসেব পরিগণিত হয়। বিভিন্ন দেশে বয়স্কদের সুবিধা ভালো থাকলেও চাকরি থেকে অব্যাহতির পরে তাদের জীবন পূর্বের থেকে কিছুটা দুর্বল হয়। এটা ভাবা হয় যে যারা বয়স্ক বয়সের সাথে তাল মিলিয়ে চলছে নিজের সমৃদ্ধ ভান্ডার নিয়ে তাদেরকে যদি স্বীকৃতির চেয়ে বেশি সামাজিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া তাহলে সেটা অনেক ভালো হয়। আর যদি কোনো সমাজে স্বাস্থ্যবান বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বেশি থাকে সেটা বর্হিস্থ্য ও অন্যান্য দৃষ্টিতে অনেক সুন্দর হিসেবে বিবেচিত হয়।

সামাজিকীকরণের ভূমিকা: সামাজিকীকরণ হলো একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। প্রত্যেক মানব শিশু এই সামাজিকীকরণের ভেতর দিয়ে যায়। সামাজিকীকরণ একজন শিশুকে পারিপর্শ্বিক পরিবেশ, সংস্কৃতি ও সমাজের উপযোগী হয়ে উঠে। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিশুর সামাজিক সত্তার বিকাশ হয়ে থাকে। সামাজিকীকরণের ভেতর দিয়ে মানব শিশু আদব কায়দা, ব্যবহার, নৈতিকতা, মূল্যবোধ শিখে থাকে। ফলে মানব শিশু অথবা একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তি সত্তার সাথে এবং সে গোষ্ঠী সত্তার সাথে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সামাজিকীকরণে পরিবার, সমাজ, বিদ্যালয়, প্রতিবেশি সাথী , ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রয়েছে।

সামাজিক পরিবেশ ও বংশগতির প্রভাব মানব শিশুর সামাজিকীকরণে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। এখন আমরা সামাজিক পরিবেশ ও বংশগতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিকীকরণের প্রভাব সম্পর্কে লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিশুর সামাজিক সত্তার বিকাশ হয়ে থাকে। সামাজিকীকরণের ভেতর দিয়ে মানব শিশু আদবকায়দা, ব্যবহার, নৈতিকতা, মূল্যবোধ শিখে থাকে। সামাজিক পরিবেশ ও বংশগতির প্রভাব মানব শিশুর সামাজিকীকরণে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। সামাজিকীকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। সামাজিকীকরণে সামাজিক পরিবেশ তাৎপর্যপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। মানব শিশুকে অবশ্যই সামাজিক পরিবেশের ভেতর দিয়ে বৃহৎ গোষ্ঠীর উপযোগী হয়ে উঠতে হয়। সামাজিক পরিবেশ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃতি স্থান কালভেদে ভিন্নতা পেয়ে থাকে। সমাজের উপযোগী হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে ঐ নির্দিষ্ট সংস্কৃতি সামাজিকীকরণে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রত্যেকটা সংস্কৃতি কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। মানব শিশু যে গোষ্ঠী বা ভিন্ন দেশের হোক না কেনো সে এই সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে উঠে। ফলে সংস্কৃতি ও পরিবেশের সংস্পর্শে বেড়ে উঠার সাপেক্ষে শিশুর মধ্যে কিছু মানবীয় বিষয় উন্নত হতে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। Looking glass of self (নিজেকে দেখা) ধারণাটি ব্যবহার করেন কে ?
(ক) A. H. mead (খ) C.H Cooely
(গ) Signond Freud (ঘ) Morphy

২। Jean Piagel, Cognative theory of development এ কয়টি ধাপোর উল্লেখ পাওয়া যায় ?
(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

৩। ‘Game stage’ কোন সময়কে নির্দেশ করে ?
(i) শৈশব
(ii) প্রস্তুতি
(iii) কৈশোর
(ক) i + ii (খ) i + iii (গ) iii (ঘ) i

পাঠ-৭.২ সামাজিকীকরণের বাহনসমূহ
Agents of Socialization

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিকীকরণের বাহনসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিকীকরণ, বাহন, পরিবার, সমাজ, প্রতিষ্ঠান, সঙ্গী , প্রযুক্তি, প্রভাব ইত্যাদি।

সামাজিকীকরণের বাহনসমূহ

সামাজিকীকরণ হলো একটি চলমান প্রক্রিয়া । বিভিন্ন মাধ্যম ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যক্তির সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে।

পরিবার

মানুষের জীব সামগ্রিক জীবনের সামাজিকীকরণ প্রথমে পরিবার থেকে শুরু হয়। নবজাতক শোনা, দেখা, স্বাদ নেওয়া সহ বিভিন্ন বিষয় প্রথমে পরিবার থেকে শিখে থাকে। পরিবারের সদস্যরা সামাজিক পরিবেশের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে। সব সমাজ ও পরিবার সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের আদব কায়দা, নীতি নৈতিকতা এবং শিক্ষার প্রথম ধাপ পরিবার থেকে শিশু শিখে থাকে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সামাজিকীকরণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠার থেকে ব্যক্তি বিভিন্ন নৈতিক জ্ঞান লাভ করে। একজন দ্বান্দিক তাত্তিক পর্যবেক্ষণ করেন যে, স্কুল কলেজ অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজের পুরস্কার এবং শাস্তির বিষয়টা আছে সেটার প্রথম পরিচয় ঘটে থাকে। শিশুরা সময়ের সাথে সাথে বেশি বাস্তববাদী হয়ে উঠে সেটা শারীরিক মানবিক ও সামাজিক সক্ষমতাকেও বুঝিয়ে থাকে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ অনেক ব্যয়বহুল তার পরেও সেখানে দেখা যায় যে মেধাবী শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সুবিধা পেয়ে থাকে। একই সাথে কম দক্ষ শিক্ষার্থীরা এই সব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

সঙ্গী ও সহপাঠী

সামাজিকীকরণে পরিবারের এর সাথে সাথে সঙ্গী ও সহপাঠীরাও ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিবার থেকে বেরিয়ে শিশুরা একই বয়সী শিশুর সাথে একই সামাজিক যোগ্যতা ভাগ করে । এক অপরের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার ফলে ব্যবহার আচরণে পরিবর্তন আসে।

গণমাধ্যম ও প্রযুক্তি

গণমাধ্যম ও প্রযুক্তি শিশুর সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। রেডিও, টেলিভিশন, রেকর্ডগান এবং ইন্টারনেরট এগুলো সামাজিকীকরণের সাথে জড়িত। বর্তমানে ইন্টারনেট টেলিভিশনের থেকে বেশি সামাজিকীকরণে ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন ধরনের টেলিভিশন অনুষ্ঠান এমনকি ব্যবসায়িক অনুষ্ঠান উঠতি বয়সীদের সাথে বিভিন্ন অপরিচিত সংস্কৃতি ও জীবনযাপন এর ধরনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

কর্মক্ষেত্র

একটি পেশায় কী ধরনের ব্যবহার যথাপোযুক্ত সেটা মানবিক সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যায়। সহকর্মীর কাছে থেকেও বিভিন্ন বিষয় আদান প্রদান হয়ে থাকে। যখন একটা পেশা থেকে আরেকটি পেশায় কেউ যোগদান করে পেশাগত

সামাজিকীকরণ প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্র বড় পরিবর্তন আনে ও চলতে থাকে। প্রযুক্তিগত দক্ষতাও সামাজিকীকরণে ভূমিকা পালন করছে।

ধর্ম

ধর্ম পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। সমাজের মানুষের ধর্মীয় আদর্শ, বিশ্বাস ও জীবনধারার উপর ধর্ম ভূমিকা পালন করে থাকে। সঠিক জীবনধারার লক্ষে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা

রাষ্ট্র ও প্রচলিত সরকার ব্যবস্থা সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্র একটি কর্তৃত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি থাকে যা রাষ্ট্রের সদস্য বা জনগণকে মেনে চলতে হয়। অন্যথায় শাস্তির ব্যবস্থা থাকে। শিশু ছোটবেলা থেকে এই সমস্ত শাস্তির বিষয় ও জীবনযাপনের নিয়মের সাথে পরিচালিত হয়ে উঠে। সবশেষে এটাই প্রতীয়মান যে , রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা শিশুর সামাজিকীকরণে ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক নীতি ও সামাজিকীকরণ

শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সামাজিক নীতি বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। বহির্বিশ্বে বিশেষ শিশু প্রতিপালনের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। শিশুর সামাজিকীকরণ হলো খুবই প্রয়োজনীয় এবং অত্যবশ্যকীয়। সেজন্য সরকার সিদ্ধান্ত নেয় কোন কোন পদক্ষেপ শিশুর সামাজিকীকরণে অবদান রাখবে। ডেনমার্ক ও সুইডেনে দেশের এক তৃতীয়াংশ শিশুর প্রতিপালনে সরকার বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করেছে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো শিশুর প্রতিপালনে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলেও দুর্বল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণে পদক্ষেপগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয় না।

শিক্ষার্থীর কাজ	**সামাজিকীকরণের বাহন সমূহের প্রভাব সম্পর্কে লিখুন। সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সামাজিকীকরণ একজন শিশুকে পারিপর্শ্বিক পরিবেশ, সংস্কৃতি ও সমাজের উপযোগী হয়ে উঠে। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিশুর সামাজিক সত্তার বিকাশ হয়ে থাকে। সামাজিকীকরণের ভেতর দিয়ে মানব শিশু আদব কায়দা, ব্যবহার, নৈতিকতা, মূল্যবোধ শিখে থাকে। বিভিন্ন মাধ্যম ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যক্তির সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে। সামাজিকীকরণের বাহনসমূহ হলো: পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সঙ্গী ও সহপাঠী, গনমাধ্যম ও প্রযুক্তি, কর্মক্ষেত্র, ধর্ম, রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সামাজিকীকরণ কেমন প্রক্রিয়া?

(i) জীবন ব্যাপি

(ii) অর্ধজীবন

(iii) শৈশবকাল পর্যন্ত

কোনটি সঠিক (ক) i + ii (খ) i + iii (গ) iii (ঘ) i

২। নিচের কোনটির ব্যক্তির সামাজিকীকরণে কোনো ভূমিকা নেই?

(ক) পরিবার (খ) রাষ্ট্র

(গ) পাড়া-প্রতিবেশি (ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৭.৩ সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির প্রভাব

Impact of Globalization and Technology on Socialization

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিকীকরণে বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তি প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিকীকরণ, বিশ্বায়ন, প্রযুক্তি, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট চ্যানেল ইত্যাদি।

সামাজিকীকরণ

মানুষ শুধু সামাজিক নয় একই সাথে সে হলো সাংস্কৃতিক জীবও, অন্যন্য প্রাণীর সাথে মানুষের পার্থক্য সুস্পষ্ট। মানব শিশুর জন্মের পর থেকে বেড়ে উঠা সময় একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যায়। সেটা হলো সামাজিকীকরণ। ব্যক্তির গঠন কোন স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া নয়। মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠন তার নিজস্ব সমাজের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাই সমাজভেদে সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। মানুষের ব্যবহার শিক্ষণের মাধ্যমে গঠন হয়ে থাকে। মানব শিশু পৃথিবীতে প্রথমে অন্যান্য প্রাণীর মতোই সাধারণভাবে আসে কিন্তু সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সে তার ব্যক্তিত্ব গঠন করে সবার সাথে বসবাসের উপযোগী হয়ে উঠে। সামাজিকীকরণ হলো একটা শিক্ষণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানব শিশু তার ব্যক্তিত্ব গঠন করে ও বৃহৎ সমাজের সাথে বসবাসের উপযোগী হয়ে উঠে।

সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির প্রভাব

বিশ্বায়ন শব্দটি বর্তমানে সবার কাছে পরিচিত একটি শব্দ। আমরা বর্তমানে বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছি। এটা বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। বিশ্বায়নে সমগ্র প্রক্রিয়া অর্ন্তভুক্ত। প্রযুক্তি এক্ষেত্রে বিশেষ বড় একটা স্থান দখল করে আছে। প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের জীবনযাত্রাকে একটা নতুন মাত্রা দান করেছে। আমাদের প্রতিদিনের কাজে ও ব্যক্তিগত জীবনে প্রযুক্তির ভালভাবে প্রভাব রাখছে।

১) পরিবারে বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির প্রভাব

পরিবার হলো সবচেয়ে আদিম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। পরিবারেই শিশুর প্রথম সামাজিকীকরণ হয়ে থাকে। মানব শিশু পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। প্রযুক্তির ব্যবহারে সামাজিকীকরণে প্রভাব ইতিবাচক ও নেতিবাচকভাবে পড়ে। চিরাচরিত পরিবার কাঠামো ভেঙে গিয়ে এখন ছোট পরিবার হচ্ছে। ফলে শিশুর বেড়ে উঠার সময় পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা কমে যাচ্ছে। কিছু প্রতিষ্ঠানে শিশু সদনে শিশুকে প্রাথমিকভাবে রাখা হয়। এটা শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। ইতিবাচক বলতে শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নত পদ্ধতি গ্রহণের প্রভাব পড়েছে।

২) খেলার সাথী

শিশুর সামাজিকীকরণে খেলার সাথী ও সমবয়সীদের অবদান লক্ষ্য করা যায়। একসাথে মেশার ফলে বৃহৎ সমাজের উপদেষ্টা হয়ে বেড়ে ওঠে কিন্তু বর্তমান সমাজে বিশ্বায়নের ফলে প্রযুক্তির ব্যবহারে মিথষ্ক্রিয়ার সুযোগ কমে যাচ্ছে। একই সময়ে প্রযুক্তির মাধ্যমে কথা হলেও সেটা শিশুদের জন্য কতটা যৌক্তিক এটা প্রশ্নের বিষয়। কম্পিউটার, মোবাইলে বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে শিশুদের মানসিক গঠন ঠিক মতো হচ্ছে না। কারণ আগে শিশুর মিথষ্ক্রিয়া খেলার মাঠে গিয়ে হতো এখন সেটা ব্যস্ত জীবনে সম্ভব হচ্ছে না।

১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্বায়ন

সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবারের বাহিরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বড় অবদান থাকে। প্রযুক্তির ব্যবহারে এখন শিশুর শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে যা শিশুর ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব রাখছে। কিন্তু প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভালোভাবে জ্ঞান আহরণ করছে কিন্তু একই সাথে কর্মমুখী শিক্ষা ও দর্শন শিক্ষার যে প্রবণতা ছিল এটা কমে যাচ্ছে। শিশুদের বিভিন্ন

ওয়েবসাইট থেকে সাহায্য নিয়ে জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে, বাস্তবিক শিক্ষার প্রভাব পড়ছে না। এটা শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

২) গণমাধ্যম ও প্রযুক্তির ব্যবহার

গণমাধ্যমও মানব শিশুর সামাজিকীকরণে ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যম এর সাহায্য নিয়ে পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিশুর সামাজিকীকরণে ভূমিকা পালন করে। প্রযুক্তির ব্যবহারে শিশুর বর্তমান সমাজের উপযোগী হয়ে বেড়ে উঠে। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম এর ফলে মুক্ত হয়ে শিশু বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব মানব শিশুর সামাজিকীকরণে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। ফলে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

৩) ধর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রভাব/ ধর্ম ও এর প্রভাব

শিশুর সামাজিকীকরণে ধর্ম এর প্রভাব রয়েছে। ধর্মীয় কার্যাবলির মাধ্যমে শিশু ভালো ও খারাপ কাজের মধ্যে পার্থক্য নির্বাচন করতে পারে। বিশ্বায়নের প্রভাবে আমাদের বর্তমান সামাজিকীকরণ কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার ধর্মীয় প্রভাব এর শিথীলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে প্রাপ্ত বয়স্করাও যেমন সামাজিক বিভিন্ন অপরাধের সাথে যুক্ত হয় তেমনি শিশুরা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিশুদের মূল্যবোধ, আচার আচরণে প্রযুক্তির এই নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। আবার ইতিবাচক এর কথা থাকলে ধর্মীয় বিভিন্ন কার্যাবলি ও রীতিনীতি মানুষ সহজে পালন করতে পারছে। সমতার বিষয় ভালোভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিশু ধর্মীয় চিন্তার চেতনার অধিকারী হয়ে সমাজে বসবাসের উপযোগী হয়ে বেড়ে উঠে। খারাপ কাজ, বিভিন্ন অপরাধ থেকে বিরত থাকে।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এটা প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির প্রভাব নিঃসন্দেহে সামাজিকীকরণের মধ্যে পড়েছে। তবে নেতিবাচক প্রভাবের সাথে সাথে ইতিবাচক প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। প্রযুক্তির সুষ্ঠ ব্যবহার এর মাধ্যমেই একটি সমাজে শিশুর সামাজিকীকরণ নির্ভর করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিকীকরণের বাহন সমূহের ওপর বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির প্রভাব সম্পর্কে লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

আমরা বর্তমানে বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছি। এটা বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। বিশ্বায়নে সমগ্র প্রক্রিয়া অর্ন্তভূক্ত। প্রযুক্তি এক্ষেত্রে বিশেষ বড় একটা স্থান দখল করে আছে। প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের জীবনযাত্রাকে একটা নতুন মাত্রা দান করেছে। প্রযুক্তির ব্যবহার সামাজিকীকরণে প্রভাব ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভাবে পড়ছে। এটা শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব মানব শিশুর সামাজিকীকরণে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। ফলে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। আবার ইতিবাচক এর কথা থাকলে ধর্মীয় বিভিন্ন কার্যাবলি ও রীতিনীতি মানুষ সহজে পালন করতে পারছে। প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার এর উপর একটি সমাজে শিশুর সামাজিকীকরণ নির্ভর করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

রাতুল ও রাকিব দুই বন্ধু। রাতুল তার পরিবারের কথা শোনে, ভাল পড়াশোনা করে, সাবাইকে সম্মান করে এবং সে প্রযুক্তি ব্যবহার করে যতটুকু দরকার। পক্ষান্তরে রাকিব তার পরিবারের কথা শোনে না, চিৎকার চেচাঁমেটি করে, পড়াশোনা করে না। বেশীর ভাগ সময়ই কম্পিউটার এ গেম নিয়ে সময় কাটায় এবং কাউকে সম্মান করে না।

উদ্দীপকের আলোকে নিচের প্রশ্নর উত্তর দাও-

(ক) সামাজিকীকরণ কী ?

(খ) সামাজিকীকরণের বাহনসমূহ কী কী ?

(গ) উদ্দীপকের রাতুল ও রাকিবের সামাজিকীকরণের পার্থক্য কোথায় বলে তুমি মনে কর।

(ঘ) সামাজিকীকরণরে ক্ষেত্রে উদ্দীপকের রাতুল ও রাকিবের জীবনে প্রযুক্তির প্রভাব আলোচনা কর।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। 'Impression Management' ধারণাটি কার ?

(ক) কুলি-র (খ) মিড-র

(গ) গফম্যান-র (ঘ) ফ্রয়েড-র

২। লিখিত আইন অনুসারে মানুষকে আচরণ করতে বাধ্য করে?

(ক) রাষ্ট্র (খ) পরিবার

(গ) কর্মক্ষেত্র (ঘ) গণমাধ্যম

খ) বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বচনী প্রশ্ন

৩। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির প্রভাব কোনটি?

(i) ইতিবাচক

(ii) নেতিবাচক

(iii) নিরপেক্ষ

সঠিক উত্তর কোনটি?

(ক) iii (খ) i

(গ) ii (ঘ) i ও ii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

উদ্দীপকের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

রেশমির ছোট ভাই রবিন স্কুলে পড়ে। একদিন স্কুল থেকে এসে সে তার মাকে সালাম করল। রেশমিকেও সালাম করল। সবাই অবাক! এর আগে সে কখনো এভাবে সালাম করেনি। জানতে চাইলে রবিন বলল, স্কুলে শিখিয়েছে, বড়দেরকে সালাম করতে হয়। একদিন সে একটি খারাপ কথা বল। রেশমি বুঝতে পারল, নিশ্চয় কোনো বন্ধুর মুখে কিংবা রাস্তাঘাটে শুনে সে খারাপ কথা শিখেছে। রেশমি তখন রবিনকে বলল, ভালো ছেলেরা কখনো পঁচা কথা বলে না। এভাবে রবিন ক্রমশ সামাজিক আচরণ রপ্ত করতে শিখল।

ক) ক্রমশ সামাজিক আচরণ রপ্ত করার প্রক্রিয়াকে কী বলে? ১

খ) সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া কয়টি ও কি কি? ২

গ) সামাজিকীকরণের বাহনগুলো সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৩

ঘ) সামাজিকীকরণে বিশ্বায়ন এবং প্রযুক্তির প্রভাব ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ ঃ ১। খ ২। গ ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ ঃ ১। ঘ ২। ঘ